

## মানসুর জাহির কায়রো সফর

### কাজী জহিরুল ইসলাম

মানসুর জাহির মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। গাল বসে গেছে, চোখ কেটরাগত, মাথার চুল সব পেকে শাদা। একমাসে একজন মানুষের এতো পরিবর্তন কি করে হয়? এইডস নাতো? আমি আসলে খানিকটা ফান করে ওকে হাসাতে চাইলাম। কিন্তু ও এতে ক্ষেপে গেল। তুমিওতো দেখি আমাদের জর্দানিয়ান হাতুড়ে ডাক্তারের মতোই কথা বলছো। সে রোজ আমার শরীর থেকে রক্ত নেয়। আজ এইডস, কাল ম্যালেরিরা, পরশু টাইফয়েড এইসব পরীক্ষা করে করে আমাকে প্রায় মেরে ফেলছিল।

দুপুরের তীর রোদের ওপর দিয়ে লু হাওয়া ভেসে আসছে। প্রাগৈতিহাসিক পিরামিডের নিচে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে হাসান, হোসেন। মানসুরের দুই কিশোর পুত্র। ওরা যতোটা না বিস্মিত পিরামিড দেখে তার চেয়ে বেশি বিস্মিত কায়রো আসতে পেরে। হাসান-হোসেন ভাবতেই পারে নি, এই সামারাই ওদের স্বপ্ন পূরণ হবে। স্বামীর এই ঔদার্যে রিম নিজেও মানসুরের প্রতি ভীষণ কৃতজ্ঞ। মানসুরের চোখে কি বালুর কণা ঢুকলো? ও এমন করছে কেন? হাসান চিৎকার করে ওঠে, বাবা পড়ে গেল। আর তখনি পিরামিডের শরীর থেকে হাত সরায় ছোট ছেলে হোসেন। দু'জনে দৌড়ে ছুটে আসে। মানসুর ততক্ষণে উষ্ণ বালুর ওপর শুয়ে পড়েছে। মাথার ওপর দুপুরের কড়া রোদ। পড়তে পড়তেই সে চিৎকার করে উঠলো, ডাক্তার, হাসপাতাল, বাঁচাও।

মিশরের ডাক্তার জানালো তেমন কিছু না। একটু জ্বর হয়েছে। মানসুর এতে খুশি। ও স্ত্রীকে বলে, তোমরা যাও, ঘোরাঘুরি করো। আমি বরং হোটেলে শুয়ে একটু বিশ্রাম নিই। ইতস্তত করছিল বটে তবে রিম আল-জাহি শেষ পর্যন্ত দুই পুত্রের অন্তহীন আগ্রহের কাছে হার মানলো। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে কিছুতেই ওর মন টিকছে না। আর তাছাড়া শহরটাওতো খুব একটা নিরাপদ না। সুযোগ পেলেই ইজিপশিয়ান বেশ্যাগুলি হোটেলে ঢুকে পড়বে। পুরুষদের বিশ্বাস কি? রিম একটা বুদ্ধি খুঁজছে, কি করে হাসান-হোসেনকে ম্যানেজ করে হোটেলে ফিরে যাওয়া যায়।

এই তাহলে তোমার ছুটির গল্প? কপাল কঁচকে মানসুর বললো, গল্প এখনো শেষ হয় নি স্যার। দেখোতো আমার বয়স ৫৯ বছর। এখনো আমার বউ আমাকে সন্দেহ করে। কিন্তু এই সন্দেহটাই আমাকে বাঁচিয়ে দিল। ঠিক ওই সময় ও হোটেলে ফিরে না এলে আমি হয়ত মরে তক্তা হয়ে থাকতাম। জ্বর উঠে গিয়েছিল ১০৫-এ। বউ সন্দেহ করাটা ভালো, কি বলো? আমি বলি অন্য কথা, তোমার অসুখটা কি?

ইবিভি।

ইপস্ট্যান-বার ভাইরাস?

এক্সট্রলি।

এটা এমন কোন অসুখ না। ৯৫ শতাংশ আমেরিকানের এই অসুখটা হয়। সাধারণ জ্বর সারতে এক সপ্তাহ লাগে। ইবিভি নেয় এক মাস। এর বেশি কিছু না। আমি তো অন্য কথা ভাবছি।

মানসুর তখন কপাল কুঁচকে আমার দিকে তাকায়। ভাটিকেল রাইন্ডের বাইরে তখন মেঘেদের লুকোচুরি খেলা। সকালের সূর্য ঢাকা পড়েছে একখন্ড কালো মেঘের নিচে, দূরের লেগুনে তারই ছায়া পড়েছে। পানিতে একটা সবুজ রঙ তৈরী হয়েছে।

পিরামিডের ভেতরে হাজার বছর ঘুমিয়ে থাকা কোনো বিদেহী আত্মা জেগে উঠলো না-তো? জানোতো ফারাওদের একজনের নাম ছিল মানসুর। মমিটা পিরামিডেই আছে। সেই মানসুরের আত্মা হয়ত তোমার ওপর ভর করতে চাইছিল।

মানসুরের চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো। সত্যিই নাকি? মানসুর নামের মমি আছে ওখানে? দেখি ও খুব সিরিয়াস হয়ে উঠছে। আমি বললাম, না, এমনিই ফান করছিলাম। মাকিয়াতুর কাপে শেষ চুমুক দিয়ে আমি উঠে পড়ি।

সাতদিন পর। লেগুনের ওপারে সূর্যটা তখন কচ্ছপের ডিমের মতো গোল। সন্ধ্যা হয় হয়। দিনের শেষ রোদের লালচে আভায় লেগুনের পানিতে রক্তের বন্যা। আমি বাড়ি ফিরছি। অফিস থেকে বেরিয়ে একটা সার্কেল করে যখন পাহাড়ের ওপরে, আমাদের অফিস থেকে, গড়াতে গড়াতে প্রাডো জিপটি নেমে এসেছে ক্যাম্পাসের প্রধান এন্ট্রান্সের কাছে তখনি মনে পড়লো মানসুরের কথা। ও ফোনে বলেছিল, আজ আমার সাথে কথা বলতে চায়। আমি গাড়ি ঘোরালাম। মানসুরের অফিস আমার অফিসের উল্টোদিকে, তিনতলায়। রুমের দরোজায় নক করে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে আমি ভেতরে ঢুকে পড়ি। কিন্তু কোথায় মানসুর? ওর কম্পিউটার খোলা। স্ক্রিনে ভাসছে একটি মমির ছবি। টেবিলে ছড়ানো-ছিটানো অসংখ্য কাগজ। মমিদের ওপর সব লেখালেখি ওগুলোতে। রুম খোলা, কম্পিউটার খোলা, ও নিশ্চয়ই আশে-পাশে কোথাও আছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। সূর্য ডুবে গেছে। তখনো আকাশ পুরোপুরি অন্ধকার হয়নি। হারমাটানের মতো আবছা অন্ধকার। দূরে, পাহাড়ের শেষ প্রান্তে, যেখানে মাছের লেজের মতো একটা ভি তৈরী হয়েছে, ওখানে আবছা একটা ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে। মুখ দেখার কোনো জো নেই। ওটাই কি মানসুর? আমি সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে থাকি। পাহাড়ি শিমুলটা পেরিয়ে ছনের ঘরগুলোর কাছে আসতেই বুঝতে পারি ওটা মানসুর। আমি কাছে এগিয়ে যাই। লেগুনের পানির দিকে মুখ করে ও কি সব বলছে। অদ্ভুত এক ভাষা। আমি নিশ্চিত এটা আরবি ভাষা নয়। জর্দানে কি আর অন্য কোনো নেটিভ ভাষা আছে? ওর শরীর কাঁপছে। এতো জোরে কাঁপছে যে চার/পাঁচ গজ দূর থেকেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। পাহাড়ি শিমুলের ডাল থেকে নিশাচর বাদুড়েরা বেরিয়ে এসেছে। তিনটা বাদুড় মানসুরের মাথার ওপর প্রদক্ষিণ করছে। ও আরো জোরে জোরে কি সব বলছে। ওর শরীরের কাঁপুনি আরো বেড়ে গেছে। ওকে ধরে ফেলা উচিত। এক্ষুণি হয়ত পড়ে যাবে। আমি ওর কাছে এগিয়ে যাই। হাত ধরি। কপালে হাত রাখি। পিতার মতো একজন মানুষ। আমাকে সবসময় সঙ্গ দেয়। মন খারাপ হলে ভালো ভালো কথা বলে। মজার মজার জোকস বলে মন ভালো করে দেবার চেষ্টা করে।

কি আশ্চর্য! ওর গায়েতো জ্বর নেই। শরীর বরফের মতো ঠান্ডা। তারলে কি ওর প্রেসার পড়ে যাচ্ছে ? মানসুর কি মরে যাচ্ছে ? ও এখনো চিৎকার করে সেই অচেনা ভাষায় বক্তৃতা করছে। নীল লেগুনের সমস্ত পানি যেন ওর শ্রোতা, পাহাড়ের নিচের সমস্ত বৃক্ষ-তৃণ-লতা ওর শ্রোতা। ও অনর্গল বক্তৃতা করে যাচ্ছে। আমি ভয় পেয়ে যাই। আমার সমস্ত শরীর কুলকুল করে ঘামতে থাকে। এক পা দু'পা করে পেছনে সরে আসি। আর হঠাৎ আমার কি হয়, আমি ওর সেই অদ্ভুত ভাষার কথাগুলো সব বুঝতে শুরু করি। মানসুরের মুখ নড়ছে। বাক্য শেষ করে নতুন বাক্য শুরু করার জন্য ও দম নিচ্ছে। ওর বুক উঠা-নামা করছে। ওর মুখটা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। ওর দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। ওর মুখ থেকে মাংস

খসে পড়েছে। শুধু একটা করোটি দাঁড়িয়ে আছে। ওর শরীর থেকে মাংস খসে পড়েছে। শুধু একটা স্কেলিটন দাঁড়িয়ে আছে। আমি কি কাল রাতের সেই মুভিটা দেখছি? স্টিফেন সোমার্সের মামি রিটার্নস ?

ও বলছে, পৃথিবীটা এমন ছিল না। তোমরা পৃথিবীর বাতাস দূষিত করেছো। পৃথিবীর পানি বিষাক্ত করেছো। এই প্রজন্মের মানুষ স্বার্থপর। নিজেদের স্বার্থে পৃথিবীকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে.....

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

১৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৬